অকেজো চিত্ত

দেবজ্যোতি আচার্য্য

ইতিহাস বলে একাকিত্ব ভূগোল
শিখেছে স্বপ্নে ছানি পরা চশমায় কুয়াশার
প্রভাব বাড়ছে করিডোরে এখন পেনশন আর
অপেক্ষার চেয়ারে কোমর ঠেকানো
লাঠির ভরসায় বয়স ওজন বাড়ায়
চুপচাপ আমার চিত্তকে ছিন্ন করে দিলে
আমি ভিতরে অশোভন স্বাচ্ছন্দ্য করতে
আমার চোখের জল চাওয়া শুরু
আমার রক্তাক্ত রাত্রিতে ঝলসে উঠে
আজ যে সম্পর্কগুলি আত্মা ছাড়া
জন্ম নিতে পারে, আমি প্রায়শই হতাশ
হয়ে ভাবতাম আমার জীবনের ধূসর
পৃষ্ঠাগুলি প্রতিটি প্রতিটি দিনকে সাথে
কাটতে শুরু করেছে একজনের বয়স
তার জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করে না,
বছরের পর বছর ধরে শিখেছে অজানা
এবং শোনা যায় না এমন অনেক কিছুই
এখনও কার্যকর ছিল। ভুরু কুচকানো
একাকীত্বে হটাৎ
সায়রনের আওয়াজ
সিম্ফনিতে ভাজ করা সুরে গ্রাম্য
বাউলগীতি খিদের জ্বালা ভুলালো
ফাঁকা ঘর প্রতিটি জড়বস্তুর ভাষা
শিখালো আমার কুঁকড়ে থাকা ঠোঁটের
পিছনে, হাজারো সুতা বৃষ্টির জন্য লড়াই
করছে মনোযোগের সন্ধানে, আমার অস্থির
কণ্ঠটি এর শিরাগুলিকে হারিয়েছে
আমি আমার জীবনের শেষ
দৌড়ে একা তারাদের শহর হবে শেষ ঠিকানা
প্রশ্বাসে একটা মৃদু সুর
সম্ভবত এটি আমাকে শেখানোর
জীবনের উপর ন্যস্ত শেষ পাঠ
ছিল 'সুখে শূন্যতার বাহিরে একা
কীভাবে মরব'।